সাহাবীদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবনী

হযরত আবূ আইয়্যুব আল আনসারী(রা:)

___>>>>>___

সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ আইয়্যুব আল আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। ইন শা আল্লাহ্!

প্রিয় উপস্থিতি প্রিয় নবীর এই বিখ্যাত সাহাবীর প্রকৃত নাম, 'খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে বুলাইদ।' মদিনার বিখ্যাত নাজ্জার তার বংশের নাম। মক্কা থেকে হিজরত করে আসা প্রিয় নবি এবং অন্যান্য সাহাবীকে সকল প্রকার সাহায্যদানকারী সকল প্রকার আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এই সাহাবীর পরিচিত ডাকনাম হচ্ছে, আবূ আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ।মুসলিম জাতির মধ্যে এমন কে আছে যে, আবু আইয়্যুব আল আনসারীর নাম জানে না? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতিকে সমোন্নত করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমে। তার মর্যাদাকে উন্নত করেছেন সমগ্র বিশ্বে। কারণ, আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্য কোনো মুসলিমের নয়, তারই ঘরকে নির্বাচন করেছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর বসবাসের জন্য। যখন তিনি হিজরত করে মক্কা থেকে এসে পৌঁছেছিলেন মদিনায়। এই সাহাবী আবূ আইয়্যুবের গৌরবের জন্য শুধু এতোটুকুই যথেষ্ট। আবু আইয়ুবের গৃহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বসবাসের জন্য কিভাবে নির্বাচিত হলো? তার ব্যাপারে রয়েছে একটি চমৎকার কাহিনী। যার আলোচনা ভারী মজাদার।

ঘটনাটি ছিল এরকম,,,যখন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছলেন, তখন মদিনার লোকেরা তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান জানিয়ে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের মানসপটে আবেগঘন হৃদয় আবেগ আর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তারা বিছিয়ে দিলেন তাঁর আগমন পথে। খুলে দিলো নিজেদের হৃদয়ের দুয়ার গুলো। যেন তিনি প্রবেশ করতে পারেন হৃদয়ের গভীরে। আর মুক্ত করে দিলেন নিজেদের গৃহের দুয়ারগুলো। যেন তিনি গ্রহণ করেন সর্বাধিক আরামদায়ক গৃহটি। কিন্তু রাসূল সাঃ মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় কাটালেন চারদিন। এই সময় তিনি সেই মসজিদ স্থাপন করলেন,,যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাকওয়ার বুনিয়াদের উপর। কুবা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যখন তিনি বের হলেন, তখন সেই পথে ইয়াসরিবের নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে গেলেন সারিবদ্ধ ভাবে। প্রত্যেকেরই এই কামনা আমার গৃহটিই হোক নবী অবতরণের গৌরবে গর্বিত। একে-একে সকলে রাসূলের সামনে এসে নিবেদন করলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! দয়া করে আমাদের কাছেই থাকুন। আমাদের জনবল, অস্ত্রবল, আরো সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবো।"

তিনি তাদের জবাব দেন, "তোমরা উটনীর পথ ছেড়ে দাও। ওর চলাফেরা ও গতিবিধি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।" উটনী চলতে থাকলো আপনগতিতে। অনেক জোড়া চোখ অনুসরণ করতে থাকলো তাকে। হৃদয় গুলো ভেবে অস্থির। আজ কার ভাগ্য খুলবে কে

জানে!? যে বাড়িটি পার হয়ে যাচ্ছিল তার বসবাসকারীদের অন্তর ভেঙে যাচ্ছিল। তারা হয়ে পড়ছিলেন হতাশ। সেই সঙ্গে পরবর্তী বাড়িওয়ালাদের বুকে জেগে উঠছিলো আশার আলো। এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল আর তার পিছু পিছু লোকেরা আফসোস ও পরিতাপ বুকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আজকের সৌভাগ্যবান লোকটি কে হবে? এটা দেখার জন্য। অবশেষে উটনীটি আবূ আইয়্যুব আল-আনসারীর বাড়ির সামনে খোলা ময়দানে গিয়ে পৌঁছল। সেখানেই বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামলেন না। তার সামান্য একটু পরেই উটনীটি উঠে পড়লো এবং আবারো চলতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢিল দিয়ে রাখলেন তাঁর লাগামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবারও একই পথে ফিরতে লাগলো। তখন আবূ আল আইয়্যূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু এর হৃদয়ে আনন্দ ও খুশী উপচে পড়ল। তিনি ছুটে গিয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানালেন। তাকে বললেনঃ "মারহাবান ইয়া রাসূলুল্লাহ্!" এই কথা বলে তার সামান বহন করতে লাগলেন। যেন তিনি সারা দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। যা তিনি বহন করে নিচ্ছেন নিজ বাড়িতে।

আবু আইয়্যুবের বাড়িটি ছিল দোতলা। তিনি উপরের তলাটি খালি করে ফেললেন রাসূলকে সেখানে রাখার জন্য। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরের তলার চেয়ে নিচের তলাকে নিজের জন্য বেশি প্রাধান্য দিলেন। আবু আইয়ুব মেনে নিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুমকে। রাসূলের থাকার জন্য সে স্থানটিকে তিনি নির্বাচন করলেন, যে স্থানটিকে তিনি পছন্দ করেছেন। রাত যখন ঘনিয়ে এলো,,,প্রিয় নবী চলে গেলেন বিছানায়। আবূ আইয়্যূব এবং তার স্ত্রী উপরের তলায় চড়ে বসলেন। দরজা বন্ধ করতে না করতেই তিনি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীকে ডেকে বললেন,"ছিঃ, ছিঃ, এটা কি সর্বনাশা কান্ড করলাম বলতো? আল্লাহর রাসূল থাকবেন নিচে! আর আমরা থাকবো উপরে!? আমরা আল্লাহর রাসূলের উপর দিয়ে হাঁটবো? আমরা হব নবী ও ওহীর মাঝে অন্তরায়? এমন হলে আমাদের সর্বনাশ হতে বাকি থাকল কি?" তার স্ত্রী পড়ে গেলেন মহা দুশ্চিন্তায়। যার কোন সমাধান তাদের জানা নেই। তারা এখন কি করবেন? তারা কিছু বুঝতে পারছেন না। তারা তখন সামান্য স্বস্তি পেলেন,,,যখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা একেবারে সেই পাশে চলে যাই যা সোজাসুজি রাসূলের উপরে নয়। তারা আরো সিদ্ধান্ত নিলেন শুধুমাত্র পাশ দিয়েই তারা চলাফেরা করবেন। আবু আইয়্যূব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সকালবেলা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললেন,"আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমাদের একটুও ঘুম হয়নি এবং দু'চোখের পাতাও এক করতে পারিনি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,"কি কারনে এমন হলো? আবু আইয়্যুব"

তিনি বললেন,"আমার মনে হলো,আমি এমন এক ঘরের উপর তলায় রয়েছি, যার নিচের তলায় রয়েছেন আপনি। আমরা যদি সেখানে হাঁটাচলা করি তাহলে আপনার উপর ধুলোবালি পড়ে আপনার কষ্ট হয়ে যাবে এবং এটাও মনে হয়েছে যে আমি হয়ে গেছি ওহী

এবং আপনার মাঝে অন্তরায়।" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"হে আইয়্যুবের পিতা!বিষয়টিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করো। আমার নিকট বহু মানুষ আসা-যাওয়া করতে থাকে বলে আমার জন্য নিচে থাকাটাই সহজ।"

আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মেনে নিয়ে উপর তলাতেই বসবাস করতে থাকলাম। ভীষণ শীতের এক রাতে হঠাৎ ঘটল এক দুর্ঘটনা। পানির কলস ভেঙে দোতলা একেবারে ভেসে গেল। আমি এবং উম্মে আইয়ুব একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম। এই পানি এই শীতে গড়িয়ে গিয়ে যদি রাসূলের কষ্টের কারণ হয়ে যায়? আমাদের কাছে সেই পানি শোষণ এর কোন ব্যবস্থাও নেই। অবশেষে আমরা পাগলের মত শীত নিবারনের একমাত্র কম্বলটি দিয়ে সব পানি শোষণ এর কাজ শুরু করতে লাগলাম। যেন এক ফোঁটা পানিও রাসূলের মোবারক গায়ে না পড়ে। যখন সকাল হলো আমি চলে গেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। বললাম, আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত। আমি আপনার উপরে থাকা এবং আপনি আমার নিচে থাকা এটা আমার জন্য একেবারে ভালো লাগছে না। তারপর রাতের ঘটনা খুলে বললাম। ফলে তিনি উপর তলায় থাকতে রাজী হলেন। আমি এবং উম্মে আইয়ুব নেমে এলাম নিচ তলায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন প্রায় সাত মাস।এক সময় সে খোলা ময়দানে নবীজির সে মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল যেখানে সে উটনী বসেছিল। এরপর তিনি চলে গেলেন সেই যে কামরাগুলোতে যেগুলো মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল। তার ও তার স্ত্রীদের জন্য। যার ফলে তিনি এবার হয়ে গেলেন আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রতিবেশী। কী চমৎকার দুই প্রতিবেশী। সাহাবী আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে, তার সেই ভালোবাসা তার হৃদয়ের ও বিবেকের দাবীকেও অতিক্রম করেছিল। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তিনি নিজেও আবু আইয়্যুবকে এত

ভালোবাসতেন, যা তাদের পরস্পরের মাঝের লৌকিকতাকে দূর করে দিয়েছিল এবং এই ভালোবাসার কারণেই তিনি আবু আইয়্যুব এর বাড়িকে নিজের বাড়ির মত মনে করতেন। সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,"প্রচন্ড গ্রীষ্মের এক দুপুরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে এলেন মসজিদে নববীতে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আবু বকর! এই অসময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্য কি?" তিনি বললেন, "ক্ষুধার কষ্টে বাড়িতে থাকা বড় দায় হয়ে পড়েছিল।" তার কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম! আমিও বের হয়েছি সেই একই কারণে।" তাদের দুজনের এই কথাবার্তার মাঝে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই অসময়ে কে তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে আনলো?" তারা বলল, "আল্লাহর কসম! তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমাদেরকে এখান থেকে বের

করে এনেছে।" প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর কসম! আমারও তো একই অবস্থা! প্রচন্ড ক্ষুধা আমাকেও ঘর থেকে বের করে এনেছে। এক কাজ করো তোমরা দুজনেই আমার সঙ্গে এসো।"

তারা দুজনেই রাসূলের সঙ্গী হলেন। তারপর তারা সকলেই গিয়ে হাজির হলেন আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর দরজায়। আবু আল আইয়্যুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভ্যাস ছিল প্রতিদিনই তিনি রাসূলের জন্য খাবার তৈরি করে রাখতেন। অপেক্ষা করে করে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে তিনি আজ আর আসবেন না,,,তখন সেই খাবার পরিবারের সকলে মিলে খেয়ে ফেলতেন। যখন তারা তিনজন দরজায় এসে পৌঁছলেন আইয়্যুবের মা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন,"আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গীদের সকলকেই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন,"আবু আইয়্যুব কোথায়?"আবু আইয়্যুব তারই সন্নিকটে খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি রাসূলের আওয়াজ শুনে তখন সেখানে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'মারহাবান বি রাসূলিল্লাহি ওয়া বিবান মা'আ ,,,,! আল্লাহর প্রিয় রাসূল ও তার সঙ্গীদের সকলকেই স্বাগতম।" তারপর তিনি আরো বললেন,"ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইতিপূর্বে আর কখনোই আপনি এমন সময় আসেননি। যে কারণে আমি পূর্বক্ষণে আপনার খেদমতে হাজির থাকতে পারিনি বলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওজর কবুল করে বললেন,"তুমি ঠিকই বলেছ। এমন অসময়ে তোমার বাড়িতে আর কখনই আসা হয়নি।" আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাদের চেহারা দেখেই তাদের ক্ষুধার কষ্ট বুঝতে পারলেন। ফলে তিনি খেজুর বাগানের ছুটে গিয়ে এক কাঁদি খেজুর কেটে আনলেন। যার খেজুরগুলো ছিল কিছু পাকা, আধা পাকা এবং একেবারে তাজা টসটসে পাকা খেজুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,"পুরো খেজুরের কাঁদিটা কেটে আনার কি প্রয়োজন ছিল? শুধুমাত্র পাকা খেজুরগুলো কেটে আনলেই তো হতো। " আবু আইয়্যুব আল আনসারী বলল,"আমার যে খুব ইচ্ছা হল আপনাকে বাগানের পাকা, আধা পাকা, তাজা সব রকমের খেজুর খাওয়াতে। তাই কাঁদে ভরে কেটে এনেছি এবং এখনই আপনাদের জন্য ছাগল জবাই করব।" তিনি বললেন,"দুধওয়ালা বকরী জবাই করবে না।"আবু আইয়্যুব একটি খাসি জবাই করে স্ত্রীকে বললেন,"আটা খামির কর এবং সুন্দর করে রুটি বানাও। তুমিতো চমৎকার রুটি বানিয়ে থাকো।" উম্মে আইয়্যুব অর্ধেক ছাগল ছানা দিয়ে ঝোল রান্না করলেন আর বাকি অর্ধেক ভুনা করলেন। রান্না করা শেষ হলে যখন সেগুলো নবীজি এবং তাঁর সঙ্গীদের সামনে রাখা হলো, প্রিয় নবী এক টুকরো গোশত রুটির ওপর রেখে আইয়্যুবকে বললেন,"তাড়াতাড়ি এটা ফাতিমাকে পৌঁছে দিয়ে আসো। অনেকদিন ধরে সে এমন খাবার খায়নি।" তারা সকলেই খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত হলে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"আহা! এতো চমৎকার খাবার! রুটি, গোশত, খেজুর,পাকা খেজুর, তাজা খেজুর।" বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ ভিজে গেল। তারপর তিনি বললেন,"কসম সে মহান আল্লাহর! যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমার জীবন। এসব হচ্ছে সেই নিয়ামত যার সম্পর্কে কিয়ামতের ময়দানে তোমাদেরকে

জিজ্ঞাসা করা হবে। এই সমস্ত সুস্বাদু খাবার অথবা যে কোন খাবার যখনই গ্রহণ করবে তখন শুরুতে বলবে "বিসমিল্লাহ্"! শেষ হলে বলবে,"আলহামদুলিল্লাহ্!" প্রশংসা সেই আল্লাহর! যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন এবং পরিতৃপ্ত করলেন।"

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠতে উঠতে আবু আইয়্যুবকে বললেন, তুমি আগামী কালকে এসো।প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিলো এই রকম, কেউ যদি তার সঙ্গে সদাচার করতো, তিনি এর প্রতিদান দিতে চাইতেন।এ কারণেই তিনি আবু আইয়্যুবকে পরের দিন দেখা করার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু তিনি রাসূলের কথাতে বুঝতে পারলেন না।ফলে উমর রাদিআল্লাহু আনহা তাকে কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, প্রিয়নবী তোমাকে আগামীকাল যেতে বললেন হে আবু আইয়্যুব।

তিনি তখন বললেন প্রিয়নবীর আদেশ শিরধার্য।

পরের দিন যখন আবু আইয়্যুব প্রিয়নবীর কাছে গেলেন,তখন তিনি তাকে একটি ছোট কিশোরী দাসী দান করলেন এবং তাকে বললেন ,হে আবু আইয়্যুব এর সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করবে।কেননা সে যতদিন আমাদের মাঝে ছিলো ততদিন আমরা তার থেকে অনেক কল্যাণকর বিষয় পেয়েছি। আবু আইয়্যুব আল আনসারী কিশোরী দাসীটিকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।

উম্মে আইয়্যুব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার মেয়ে এটা?আবু আইয়্যুব বললেন, আমাদেরই। আল্লাহর রাসূল সাঃ একে আমাদের জন্য দান করেছেন।

তার স্ত্রী বললেন, কি মহান দাতা!কি চমৎকার দান!

আবু আইয়্যুব বললেন, তিনি আমাদেরকে তার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রী বললেন, কেমন ব্যবহার তার সাথে করলে রাসূল সাঃ এর নির্দেশ যথার্থ পালিত হবে।

আবু আইয়্যুব বলেন,আমার মনে হয় রাসূলের সাঃ নির্দেশ পালনের সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে,তাকে স্বাধীন করে দেওয়াই।স্ত্রী বললেন, তুমি একদম ঠিক কথাটাই বলেছো।আল্লাহ তাওফিক দান করুক, তারা তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিলেন।

এইতো ছিলো আবু আইয়্যুব আল আনসারীর জীবনের কিছু শান্তির চিত্র। আর যদি তার জীবনের কিছু জিহাদি চিত্র দেখতে পান তাহলে

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ দেখতে পারবেন কত রকমের বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে সেখানে। আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাঃ জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন যুদ্ধা হিসেবে এমনকি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো মুসলিম বাহিনী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামানা থেকে মুয়াইবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর যুগ পর্যন্ত যতগুলো জিহাদ করেছে তার কোনো টা থেকে তিনি দূরে থাকেন নি।তার সর্বশেষ জিহাদ ছিলো মুয়াইবিয়া রাদিআল্লাহু আনহার পুত্র ইয়াজিদের নেতৃত্বে ইস্তাম্ববুল অভিযান। আইয়্যুব রাঃ ছিলেন সে সময় ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়স আর দূর্বল দেহ তাকে ফেরাতে পারলো না কালিমার পতাকা তলে শামিল হওয়া থেকে এবং সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা ছিড়ে আল্লাহর পথে জিহাদে এগিয়ে যাওয়া থেকে। কিন্তু শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে খুব বেশি এগুতে পারলো না।এরই মধ্যে আবু আইয়্যুব

আল আনসারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।যা তাকে লড়াই চালিয়ে যাওয়া থেকে অপারগ করে দিলো।সেনাপতি ইয়াজিদ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু আইয়্যুব আপনার কি খেদমত করতে পারি বলুন।তিনি বললেন,মুসলিম সৈনিকদের আমার সালাম জানিয়ে বলুন,আবু আইয়্যুব তোমাদের অসিয়ত করেছেন,তোমরা কোনো অবস্থাতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত হবে না।আল্লাহর উপর ভরসা করে শত্রুভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জয় করে তবেই ক্ষান্ত হবে।আমার লাশ নিয়ে হলে ও তোমরা ইস্তাম্বুলের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেও এবং সেখানে আমাকে কবর দিও।এই কথা বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মুসলিম সৈনিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই সাহাবীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণে লাফিয়ে পড়লেন ময়দানে।শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ করে আক্রমণ চালালেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাঃ এর লাশ কাদে নিয়ে ইস্তাম্বুলের নগর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেখানেই সে নগর প্রাচীরের পাদদেশে তাকে দাফন করলেন।আল্লাহ তায়া’লা সন্তুষ্ট হোন আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিআল্লাহু আনহার প্রতি।

সম্মানিত উপস্থিতি! এরাই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার নবীর সান্নিধ্যের জন্য বাছাই করেছিলেন। বার্ধক্যজনিত সমস্যা যাদেরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারি নি।যারা সবসময়ই কামনা করতেন,"আল্লাহুম্মার ঝুক্বনী শাহাদাতান ফি সাবিলিক।

হে আল্লাহ তুমি তোমার পথে আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু দাও।"

সুবহানআল্লাহ!৮০ বছর বয়সে বৃদ্ধ সাহাবী আবু আইয়্যুব আল আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু জীবনের শেষ প্রান্তে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা করেছেন ইস্তাম্বুলকে বিজয় করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে সেখানে বুলন্দ করার জন্য। জীবনের শেষ মূহুর্তটা যখন মানুষ শুয়ে-বসে, আরামে কাটায়,তিনি সেই সময় ও মুসলিম সেনাদলের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন এমনকি মৃত্যু চলে আসলে ও তিনি মুসলিম সেনাদের শেষ অসিয়ত করছেন, কোনো অবস্থাতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত হবে না।আল্লাহর উপর ভরসা করে শত্রুভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জয় করে তবেই ক্ষান্ত হবে। আমার লাশ কাধেঁ নিয়ে হলেও তোমরা ইস্তাম্বুলের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেও এবং সেখানেই আমার কবর দিও।পরিশেষে মুসলিমরা ইস্তাম্বুলের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে তাকে কবর দিলেন।

হে আল্লাহ!এই বৃদ্ধ সাহাবীর জিহাদি জীবন থেকে আমাদের অনুপ্রাণিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জিহাদের পথে অটল ও অবিচল রাখুন,আমিন ।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।